খবর ডেইলি — khobordaily.com

বিসিএস প্রিলিমিনারি বাংলা নোটস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য — সিলেবাস ধরে ধরে সাজানো সংক্ষিপ্ত নোট, উদাহরণ ও বিগত সালের প্রশ্নসহ

এই নোটসটি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (বিপিএসসি) বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশের সিলেবাস অনুযায়ী তৈরি। ব্যাকরণের প্রতিটি টপিকে সংজ্ঞা, নিয়ম ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; সাহিত্য অংশে যুগ ধরে ধরে কবি-সাহিত্যিক ও তাঁদের বিখ্যাত রচনা সাজানো হয়েছে। শেষে আছে বিগত সালের বিসিএস প্রশ্ন থেকে নেওয়া ১২টি অনুশীলনী প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ উত্তর।

পরীক্ষা	বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্ট (MCQ)
বাংলা: পূর্ণমান	৩০ নম্বর — ভাষা (ব্যাকরণ) ১৫ + সাহিত্য ১৫
মোট পরীক্ষা	২০০ নম্বর, ২০০টি MCQ, সময় ২ ঘণ্টা; সঠিক উত্তরে +১, ভুলে −০.৫
সিলেবাস	বিপিএসসির ৯ ডিসেম্বর ২০২৫-এর হালনাগাদ সিলেবাস (৫০তম বিসিএস থেকে কার্যকর)
কার জন্য	বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার্থী — প্রথমবার ও পুনরায় পরীক্ষার্থী, উভয়ের জন্য
সংস্করণ	পাইলট সংস্করণ — নভেম্বর ২০২৬

মনে রাখবেন: ৫০তম বিসিএস থেকে বাংলার নম্বর ৩৫ থেকে কমে ৩০ হয়েছে (সাহিত্যের আধুনিক অংশে ৫ নম্বর কমেছে)। পুরনো বইয়ে ৩৫ নম্বরের মানবণ্টন দেখলে ঘাবড়াবেন না — বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী পড়ুন। নিজের পরীক্ষার সার্কুলারটি অবশ্যই দেখে নিন।

প্রস্তুতকারক: খবর ডেইলি (নিজস্ব প্রতিবেদক) • সূত্র: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি), ৯ ডিসেম্বর ২০২৫-এর সিলেবাস; বিগত সালের বিসিএস প্রশ্নপত্র; এনসিটিবি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (নবম-দশম শ্রেণি)। এই নোটস বিনামূল্যে পাঠের জন্য।

১. মানবণ্টন একনজরে

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা একটি বাছাই পরীক্ষা — এর নম্বর চূড়ান্ত মেধাতালিকায় যোগ হয় না, তবে লিখিত পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা এখান থেকেই ঠিক হয়। তাই প্রিলিতে লক্ষ্য হওয়া উচিত কাট-মার্ক পার হওয়া, সর্বোচ্চ নম্বর নয়।

বিষয়	নম্বর (বর্তমান)	আগে ছিল
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	**৩০**	৩৫
— ভাষা (ব্যাকরণ)	১৫	১৫ (অপরিবর্তিত)
— সাহিত্য: প্রাচীন ও মধ্যযুগ	৫	৫
— সাহিত্য: আধুনিক যুগ (১৮০০–বর্তমান)	১০	১৫
পুরো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা	**২০০**	২০০ (অপরিবর্তিত)

ভাষা অংশের টপিক (সিলেবাস অনুযায়ী): প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান ও বাক্য শুদ্ধি, পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস।

সাহিত্য অংশের টপিক: প্রাচীন ও মধ্যযুগে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, অনুবাদ সাহিত্য ও পুঁথি সাহিত্য; আধুনিক যুগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীমউদ্দীন, জীবনানন্দসহ প্রধান কবি-সাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য।

> **পরীক্ষার কৌশল:** বাংলা ভাষা অংশের ১৫ নম্বর সবচেয়ে নিশ্চিত নম্বরের জায়গা — নিয়ম মুখস্থ থাকলে এখান থেকে ১২–১৩ নম্বর তোলা যায়। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল থেকে প্রতি বছরই প্রশ্ন আসে; এঁদের প্রধান রচনা ও তারিখ মুখস্থ রাখুন। ভুল উত্তরে ০.৫ নম্বর কাটা যায় বলে আন্দাজে দাগাবেন না।

২. ভাষা (ব্যাকরণ)

২.১ সন্ধি

সংজ্ঞা: পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। সন্ধি তিন প্রকার — স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি।

সন্ধিবিচ্ছেদ	নিয়ম	ফল
পরম + ঈশ	অ + ঈ = এ (গুণ সন্ধি)	পরমেশ ৫০তম বিসিএস
বিদ্যা + আলয়	আ + আ = আ	বিদ্যালয়
নর + ইন্দ্র	অ + ই = এ	নরেন্দ্র
মহা + ইন্দ্র	আ + ই = এ	মহেন্দ্র
পর + উপকার	অ + উ = ও	পরোপকার
রাজা + ঋষি	আ + ঋ = অর্	রাজর্ষি

মনে রাখার সূত্র: অ/আ + ই/ঈ = এ; অ/আ + উ/ঊ = ও; অ/আ + ঋ = অর্। পরীক্ষায় ‘পরমেশ’, ‘নরেন্দ্র’, ‘বিদ্যালয়’-এর মতো শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ বারবার আসে — এগুলো দেখলেই নিয়মটি মনে করুন।

২.২ সমাস

সংজ্ঞা: পরস্পর অর্থসঙ্গতিপূর্ণ দুই বা ততোধিক পদ এক পদে মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়াই সমাস। **সমাস ভাষাকে সংক্ষেপ করে।** (১১তম বিসিএস) সমাস ছয় প্রকার: দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ ৫০তম বিসিএস
জনগণ	জনের গণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ ৪৮তম বিসিএস
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বেতার	নাই তার যার	নঞ বহুব্রীহি*
বিপত্নীক	বিগত পত্নী যার	বহুব্রীহি ৫০তম বিসিএস
ত্রিভুবন	তিন ভুবনের সমাহার	দ্বিগু
উপকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
মা-বাবা	মা ও বাবা	দ্বন্দ্ব

* ‘বেতার, বিপত্নীক’ প্রশ্নে ৫০তম বিসিএসের উত্তরপত্রে ‘নঞ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি’ দেওয়া হয়েছে; তবে ব্যাকরণের প্রচলিত মতে ‘বেতার’ নঞ বহুব্রীহির উদাহরণ। পরীক্ষার উত্তরপত্রই চূড়ান্ত — এ ধরনের প্রশ্নে অপশন দেখে উত্তর দিতে হয়।

২.৩ কারক ও বিভক্তি

সংজ্ঞা: বাক্যের অন্তর্গত শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ককে কারক বলে। (৪৮তম বিসিএস) কারক ছয়টি:

কারক	প্রশ্ন দিয়ে চিনবেন	বিভক্তি	উদাহরণ
কর্তৃকারক	কে / কারা	শূন্য, এ, য়	রহিম বই পড়ে।
কর্মকারক	কাকে / কী	কে, রে, শূন্য	আমি বই পড়ি।
করণকারক	কী দিয়ে / কীসে	দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক	কলম দিয়ে লিখি।
সম্প্রদানকারক	কাকে দান	কে, রে	ভিক্ষুককে দান করো।
অপাদানকারক	কোথা থেকে	হতে, থেকে	গাছ থেকে ফল পড়ল।
অধিকরণকারক	কোথায় / কখন	এ, য়, তে	আমি ঢাকায় থাকি।

মনে রাখবেন: বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে পদ। কারকের প্রশ্নে প্রথমে ‘কী দিয়ে / কাকে / কোথা থেকে’ — এই প্রশ্নগুলো দিয়ে যাচাই করুন, মুখস্থ বিভক্তি দিয়ে নয়।

২.৪ প্রত্যয়

সংজ্ঞা: ধাতু বা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে এমন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় দুই প্রকার:

প্রকার	যুক্ত হয়	উদাহরণ
কৃৎ প্রত্যয়	ধাতুর পরে	চল্ + অন্ত = চলন্ত; মিশ্ + উক = মিশুক; লিখ্ + অন = লিখন
তদ্ধিত প্রত্যয়	শব্দের পরে	ঢাকা + আই = ঢাকাই; মিঠা + আই = মিঠাই; মানব + তা = মানবতা

মনে রাখবেন: কৃৎ প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে বলে কৃদন্ত শব্দ; তদ্ধিত প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে বলে তদ্ধিতান্ত শব্দ।

২.৫ উপসর্গ

সংজ্ঞা: উপসর্গ শব্দের আগে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে। উপসর্গ তিন শ্রেণির — তৎসম ২০টি, বাংলা ২১টি ও বিদেশি (যেমন আরবি-ফারসি থেকে আসা গর, বর, বদ, কম)।

উপসর্গ	নতুন শব্দ	অর্থের বদল
প্র	প্রভাব, প্রগতি	আধিক্য / উৎকর্ষ
সু	সুনাম, সুদিন	ভালো
বি	বিজয়, বিপদ	বিশেষ / বিপরীত
অ	অজানা, অচেনা	না / অভাব
কু	কুখ্যাতি, কুসন্তান	মন্দ
গর (বিদেশি)	গরমিল, গরহাজির	অভাব

২.৬ বানান ও বাক্য শুদ্ধি

পরীক্ষায় আসা শুদ্ধ বানান: কথোপকথন ৫০তম বিসিএস। আরও যেগুলো বারবার আসে: মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, সমীচীন, মনঃকষ্ট, দারিদ্র্য, ইতঃপূর্বে, ষাণ্মাসিক।

ণত্ব-বিধান: সমাসবদ্ধ শব্দে ণত্ব-বিধান প্রযোজ্য হয় না — তাই ‘দুর্নীতি’ লিখতে ণ হয় না। (৪৯তম বিসিএস) **ষত্ব-বিধান:** ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে ষ হয় — যেমন কষ্ট, নষ্ট, স্পষ্ট।

সমধাতুজ কর্ম: একই ধাতু থেকে গঠিত ধাতু ও কর্ম একসঙ্গে বসলে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে। যেমন: **“আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি!”** ৫০তম বিসিএস — এখানে ‘ঘুম’ ধাতু থেকে ‘ঘুমিয়েছি’ ক্রিয়া ও ‘ঘুম’ কর্ম একই ধাতুর।

বাক্য শুদ্ধির নমুনা: অশুদ্ধ — ‘সে বিদ্যালয় যায়।’ শুদ্ধ — ‘সে বিদ্যালয়ে যায়।’ (৭মী বিভক্তি লাগে)। অশুদ্ধ — ‘আমি তোমার দেখা করতে এসেছি।’ শুদ্ধ — ‘আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।’

২.৭ সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ

শব্দ	সমার্থক	বিপরীতার্থক
অগ্নি	আগুন, বহ্নি, পাবক	—

পৃথিবী	ধরা, ভূমি, মহী	—
সমুদ্র	সাগর, সিন্ধু, জলধি	—
সংশয়	সন্দেহ, দ্বিধা	প্রত্যয় ১১তম বিসিএস
আলো	জ্যোতি, দীপ্তি	অন্ধকার
জয়	বিজয়	পরাজয়
আদি	প্রথম	অন্ত

লক্ষ করুন: ‘সংশয়’-এর সমার্থক ‘দ্বিধা’ — কিন্তু বিপরীতার্থক ‘প্রত্যয়’। সমার্থক ও বিপরীতার্থক গুলিয়ে ফেলাই পরীক্ষার সবচেয়ে সাধারণ ফাঁদ।

২.৮ বাগধারা

বাগধারা	অর্থ
অন্ধের যষ্ঠি	একমাত্র অবলম্বন
গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ
অকালকুষ্মাণ্ড	অকর্মণ্য ব্যক্তি
অন্ধকারে ঢিল ছোড়া	আন্দাজে কাজ করা
আকাশকুসুম	অসম্ভব কল্পনা

২.৯ এক কথায় প্রকাশ

বাক্যাংশ	এক কথায়
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
যা পূর্বে ছিল, এখন নেই	ভূতপূর্ব
যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
যা জানা যায় না	অজ্ঞেয়
যার তুলনা নেই	অতুলনীয়

২.১০ পরিভাষা

ইংরেজি	বাংলা পরিভাষা
Glossary	শব্দার্থপঞ্জি ৪৭তম বিসিএস
Editor	সম্পাদক

Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Abbreviation	সংক্ষেপণ
Index	নির্ঘণ্ট
File	নথি

২.১১ ধ্বনি ও বর্ণ

- **স্বরবর্ণ ১১টি:** অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ। **ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।**
- **মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি:** অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।
- **বিবৃত স্বরধ্বনি:** ‘আ’ — উচ্চারণের সময় মুখ সবচেয়ে বেশি খোলে। (৪৭তম বিসিএস)
- **ধ্বনি পরিবর্তন:** ধ্বনি বদলের নিয়ম (যেমন অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি) থেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে — মূল ধারণাটুকু বোর্ড বই থেকে দেখে নিন।

৩. সাহিত্য — প্রাচীন ও মধ্যযুগ (৫ নম্বর)

৩.১ চর্যাপদ

- বাংলা সাহিত্যের **আদি নিদর্শন**। ভাষা **সান্ধ্য ভাষা** (অপভ্রংশের একটি রূপ)। (৪৭তম বিসিএস)
- **আবিষ্কার:** ১৯০৭ সালে **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার করেন; **প্রকাশ:** ১৯১৬ সালে।
- **আদি কবি:** লুইপা। মোট ২৩ জন কবির ৫১টি পদ।
- 'লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান' — এখানে 'ভণই' শব্দের অর্থ **বলে**। ৪৭তম বিসিএস

৩.২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

- কবি **বড়ু চণ্ডীদাস**। মধ্যযুগের প্রথম কাব্য হিসেবে পরিচিত।
- **আবিষ্কার:** ১৯০৯ সালে **বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ** বাঁকুড়ার কাকিল্যা গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন; প্রকাশ ১৯১৬ সালে।
- মোট **১৩টি খণ্ড**।

৩.৩ মঙ্গলকাব্য

কাব্য	কবি	মনে রাখার কথা
মনসামঙ্গল	বিজয় গুপ্ত	পদ্মাবতী ও মনসা দেবীর কাহিনি
চণ্ডীমঙ্গল	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কণ)	কালকেতু ও ধনপতির কাহিনি
অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	ঐতিহাসিক চরিত্র আছে ৪৭তম বিসিএস
ধর্মমঙ্গল	ঘনরাম চক্রবর্তী	ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য

৩.৪ বৈষ্ণব পদাবলি ও অন্যান্য

- **বৈষ্ণব পদাবলির কবি:** বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস।
- 'এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি / পরানে পরান বান্ধা আপনা আপনি' — **চণ্ডীদাসের** লেখা। ৪৭তম বিসিএস
- **অনুবাদ সাহিত্য:** কৃত্তিবাস ওঝা (রামায়ণের অনুবাদ), কাশীরাম দাস (মহাভারত)।
- **পুঁথি সাহিত্য:** 'ইউসুফ-জোলেখা' — শাহ মুহম্মদ সগীর; 'লাইলী-মজনু' — দৌলত উজির বাহরাম খান।

৪. সাহিত্য — আধুনিক যুগ (১০ নম্বর)

সাল / সময়	কবি / সাহিত্যিক	মনে রাখার রচনা ও তথ্য
১৮০০		

	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ	প্রতিষ্ঠা: লর্ড ওয়েলেসলি। বাংলা গদ্যের সূচনা; উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু। ৪৭তম বিসিএস
১৮২৪–১৮৭৩	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) — অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক; চতুর্দশপদী কবিতাবলী (সনেটের প্রবর্তক)।
১৮৩৮–১৮৯৪	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) — প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস; আনন্দমঠ (১৮৮২) — 'বন্দে মাতরম্'।
১৮১৪–১৮৮৩	প্যারীচাঁদ মিত্র	'আলালের ঘরের দুলাল' — প্রথমে মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ৪৭তম বিসিএস
১৮৬১–১৯৪১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রথম কাব্য বনফুল (১৮৮০); গীতাঞ্জলি (১৯১০); নোবেল পুরস্কার ১৯১৩; গোরা (১৯১০), চোখের বালি (১৯০৩)। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়' — নৈবেদ্য। ১১তম বিসিএস
১৮৯৯–১৯৭৬	কাজী নজরুল ইসলাম	অগ্নিবীণা (১৯২২) — বাজেয়াপ্ত হয়নি। বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ: যুগবাণী, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দু। ৪৭তম বিসিএস
১৮৭৬–১৯৩৮	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দেবদাস, শ্রীকান্ত (৪ খণ্ড), গৃহদাহ, চরিত্রহীন; পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।
১৯০৩–১৯৭৬	জসীমউদ্দীন	'কবর' কবিতা — রাখালী কাব্যের অন্তর্গত। নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯, কাহিনিকাব্য)। ৪৭তম বিসিএস
১৮৯৯–১৯৫৪	জীবনানন্দ দাশ	'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে' — রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থের কবিতা। বনলতা সেন (১৯৪২)। ৪৭তম বিসিএস
১৭৪৩	মনোয়েল দ্যা আসসুম্পসাঁও	বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান (বাংলা-পর্তুগিজ), লিসবন থেকে প্রকাশিত। ৪৭তম বিসিএস

মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য: শওকত ওসমান (জাহান্নাম হইতে বিদায়), সেলিনা হোসেন (হাঙর নদী গ্রেনেড), হাসান আজিজুল হক (আগুনপাখি)। আধুনিক অংশে এই ধারার লেখক ও রচনা থেকেও প্রশ্ন আসে।

ভুল করা যাবে না: 'অগ্নিবীণা' বাজেয়াপ্ত হয়নি — এটাই পরীক্ষায় এসেছে। আর 'মেঘনাদবধ কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত — মিত্রাক্ষর নয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল ১৯১৩ সালে, গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings'-এর জন্য।

৫. অনুশীলনী — বিগত সালের প্রশ্ন (উত্তরসহ)

নিচের ১২টি প্রশ্ন বিগত সালের আসল বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নপত্র থেকে নেওয়া। প্রথমে নিজে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন, তারপর ব্যাখ্যাসহ উত্তর মিলিয়ে নিন।

১. (৫০তম বিসিএস) ‘পরমেশ’ শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

(ক) পরম + এশ (খ) পরম + ঈশ (গ) পরম + ইশ (ঘ) পরম + ইস

উত্তর: (খ) পরম + ঈশ

ব্যাখ্যা: অ + ঈ = এ (গুণ সন্ধি)। পরম + ঈশ = পরমেশ।

২. (৫০তম বিসিএস) ‘রাজপথ’ শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?

(ক) রাজার পথ (খ) পথের রাজ (গ) রাজপথের (ঘ) পথের রাজা

উত্তর: (ঘ) পথের রাজা

ব্যাখ্যা: ‘পথের রাজা’ — ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

৩. (৫০তম বিসিএস) কোন বানানটি শুদ্ধ?

(ক) কথপোকথন (খ) কথোপকথন (গ) কথোপোকথন (ঘ) কথপকথন

উত্তর: (খ) কথোপকথন

ব্যাখ্যা: ‘কথা + উপকথন’-এর সমাসসাধিত রূপ ‘কথোপকথন’ — কথার উত্তরে কথা।

৪. (৫০তম বিসিএস) কোন্ বাক্যে সমধাতুজ কর্ম রয়েছে?

(ক) সে ভালো ঘুমায়। (খ) আমি বই পড়ি। (গ) আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি! (ঘ) সে ঢাকা যাবে।

উত্তর: (গ) আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি!

ব্যাখ্যা: ‘ঘুম’ ধাতু থেকে গঠিত ‘ঘুমিয়েছি’ ক্রিয়া ও ‘ঘুম’ কর্ম — একই ধাতুর, তাই সমধাতুজ কর্ম।

৫. (৫০তম বিসিএস) ‘বেতার, বিপত্নীক’ শব্দ দুটি কোন সমাসের উদাহরণ?

(ক) নঞ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি (খ) কর্মধারয়, বহুব্রীহি (গ) অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ (ঘ) তৃতীয়া তৎপুরুষ, দ্বিগু

উত্তর: (ক) নঞ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি

ব্যাখ্যা: ৫০তম বিসিএসের উত্তরপত্র অনুযায়ী (ক)। তবে মনে রাখবেন, প্রচলিত ব্যাকরণে ‘বেতার’ (নাই তার যার) নঞ বহুব্রীহিরও উদাহরণ — পরীক্ষায় অপশন অনুযায়ী উত্তর দিতে হয়।

৬. (৪৭তম বিসিএস) ‘Glossary’ শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি?

(ক) জ্ঞাপনপত্র (খ) সর্বসাকল্যে (গ) শব্দার্থপঞ্জি (ঘ) গুদামজাত

উত্তর: (গ) শব্দার্থপঞ্জি

ব্যাখ্যা: Glossary = শব্দের অর্থের তালিকা — তাই শব্দার্থপঞ্জি।

৭. (৪৭তম বিসিএস) ‘ঐক্যমত’ শব্দটি কোন বিবেচনায় অশুদ্ধ নয়?

(ক) মতের ঐক্য — এভাবে সমাসসাধিত ধরলে (খ) একমত + য — এভাবে প্রত্যয়সাধিত ধরলে (গ) ঐক্য + মত — এভাবে উপসর্গসাধিত ধরলে (ঘ) ঐক্যমত শব্দটিকে পারিভাষিক শব্দ ধরলে

উত্তর: (ক) মতের ঐক্য — এভাবে সমাসসাধিত ধরলে

ব্যাখ্যা: ‘মতের ঐক্য’ অর্থে তৎপুরুষ সমাস হিসেবে গঠিত হলে শব্দটি অশুদ্ধ নয়।

৮. (৪৭তম বিসিএস) ‘এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি। / পরানে পরান বান্ধা আপনা আপনি।’ — কার লেখা?

(ক) বিদ্যাপতি (খ) চণ্ডীদাস (গ) জ্ঞানদাস (ঘ) গোবিন্দদাস

উত্তর: (খ) চণ্ডীদাস

ব্যাখ্যা: পদটি বৈষ্ণব পদাবলির কবি চণ্ডীদাসের রচনা।

৯. (৪৭তম বিসিএস) কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়নি?

(ক) অগ্নিবীণা (খ) বিষের বাঁশী (গ) ভাঙার গান (ঘ) চন্দ্রবিন্দু

উত্তর: (ক) অগ্নিবীণা

ব্যাখ্যা: বাজেয়াপ্ত হয়েছিল যুগবাণী, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা ও চন্দ্রবিন্দু — অগ্নিবীণা নয়।

১০. (৪৭তম বিসিএস) জসীমউদ্দীনের ‘কবর’ কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

(ক) রাখালী (খ) নকশী কাঁথার মাঠ (গ) সোজন বাদিয়ার ঘাট (ঘ) ধানখেত

উত্তর: (ক) রাখালী

ব্যাখ্যা: ‘কবর’ কবিতাটি জসীমউদ্দীনের ‘রাখালী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

১১. (৪৮তম বিসিএস) বাক্যের অন্তর্গত শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

(ক) সন্ধি (খ) সমাস (গ) কারক (ঘ) প্রত্যয়

উত্তর: (গ) কারক

ব্যাখ্যা: কারকই বাক্যের শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে।

১২. (১১তম বিসিএস) ‘সংশয়’-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) নির্ভয় (খ) বিস্ময় (গ) প্রত্যয় (ঘ) দ্বিধা

উত্তর: (গ) প্রত্যয়

ব্যাখ্যা: ‘সংশয়’ অর্থ সন্দেহ; এর বিপরীত ‘প্রত্যয়’ (বিশ্বাস, দৃঢ় ধারণা)। ‘দ্বিধা’ সংশয়ের সমার্থক, বিপরীত নয় — এটাই ফাঁদ।

৬. উত্তরপত্র একনজরে

প্রশ্ন	উত্তর	প্রশ্ন	উত্তর
১. পরমেশ (সন্ধি)	পরম + ঈশ	৭. ঐক্যমত	মতের ঐক্য (সমাস)
২. রাজপথ (ব্যাসবাক্য)	পথের রাজা	৮. এমন পিরিতি	চণ্ডীদাস
৩. শুদ্ধ বানান	কথোপকথন	৯. নজরুলের গ্রন্থ	অগ্নিবীণা
৪. সমধাতুজ কর্ম	আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি!	১০. ‘কবর’ কবিতা	রাখালী

৫. বেতার, বিপত্নীক	নঞ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি	১১. শব্দের সম্পর্ক	কারক
৬. Glossary	শব্দার্থপঞ্জি	১২. সংশয়ের বিপরীত	প্রত্যয়

৭. কীভাবে পড়বেন

1. **ব্যাকরণ আগে:** সন্ধি → সমাস → কারক → প্রত্যয় → উপসর্গ → বানান — এই ক্রমে পড়ুন। প্রতিটি নিয়মের সঙ্গে একটি করে উদাহরণ মুখস্থ করুন।
2. **সাহিত্যে যুগ ধরে পড়ুন:** প্রাচীন যুগের ৫ নম্বর নিশ্চিত — চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি। তারপর আধুনিক যুগের প্রধান ৮–১০ জন সাহিত্যিক।
3. **বিগত প্রশ্নই সিলেবাস:** বিগত ১০ বছরের প্রশ্ন সমাধান করলে বুঝবেন কোন টপিক থেকে কেমন প্রশ্ন আসে। এই নোটের ১২টি প্রশ্ন দিয়েই শুরু করুন।
4. **নিয়মিত পুনরাবৃত্তি:** নোটটি প্রিন্ট করে রাখুন; প্রতি সপ্তাহে একবার করে চোখ বুলান। ভুল করা প্রশ্নগুলো আলাদা করে লিখে রাখুন।

সূত্র ও প্রণেতার কথা

সূত্র: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) — বিসিএস প্রিলিমিনারি সিলেবাস ও মানবণ্টন (৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ৫০তম বিসিএস থেকে কার্যকর); বিগত সালের বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নপত্র — ৫০তম (৩০ জানুয়ারি ২০২৬), ৪৭তম (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫), ৪৮তম ও ৪৯তম বিশেষ বিসিএস, ১১তম (১৯৯২); এনসিটিবি — বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (নবম-দশম শ্রেণি)। অনুশীলনীর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক নির্ভরযোগ্য সমাধান-সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে।

সতর্কতা: পরীক্ষার নিয়ম ও সিলেবাস সময়ে সময়ে বদলায়। এই নোটস ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের হালনাগাদ সিলেবাস অনুযায়ী তৈরি — নিজের পরীক্ষার সার্কুলার ও বিপিএসসির ওয়েবসাইট (bpsc.gov.bd) থেকে সর্বশেষ তথ্য যাচাই করে নিন। কোনো ভুল চোখে পড়লে খবর ডেইলিকে জানান — পরের সংস্করণে শুধরে নেওয়া হবে।

— খবর ডেইলি • সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন • khobordaily.com —